দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশে বন্যা,ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছাস, খরা,নদীভাংগন, অগ্নিকান্ড ও ভূমিধ্বসসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করে এ দেশের মানুষকে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এতে বিশেষত দরিদ্র জনগণের কষ্ট বেড়েছে। বিগত পাঁচ বছরে বর্তমান সরকার দেশের সার্বিক কল্যাণার্থে ও জনগণের দুঃখ দুর্দশা লাঘবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিবছর বর্ধিত হারে আর্থিক, মেধাসম্পদ,প্রযুক্তির প্রসারসহ বিবিধ সম্পদের নিয়মিত প্রবাহ নিশ্চিত করেছে।

বিগত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণকে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রথমে একটি বিভাগ পরবর্তীতে ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে উক্ত বিভাগকে পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয়ে পরিণত করা হয়। এতে দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি কমানোসহ খাদ্য ও সামাজিক নিরাপত্তা প্রদানে তথা দারিদ্র দূরীকরণে সরকারের দৃঢ় ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটে। ২০১০-১১ অর্থ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের বাজেট বরাদ্দ ছিল প্রায় ৫৭১১.১৯ কোটি টাকা, পরবর্তীতে ২০১১-১২ অর্থ বছরে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৫,৭২৬.০০ কোটি টাকা, ২০১২-১৩ অর্থ বছরে তা ছিল ৫৮২৬.১৫ কোটি টাকা এবং ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে তা ৬৫২৪.০৫ কোটি টাকা দাড়িয়েছে। নির্বাচনী অঙ্গীকার অনুযায়ী সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণে এ সম্পদ প্রবাহ হতে গত পাঁচ বছরে এ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়িত উন্নয়ন কার্যক্রমে সঞ্চালিত সম্পদের প্রভাব এবং তা ব্যবহারের মাধ্যমে অর্জিত ফলাফলের সংক্ষিপ্ত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রতিবেদন নিম্নে বর্ণিত হলোঃ

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও আইনগত কাঠামো উন্নয়নঃ

ভৌগোলিক অবস্থান, প্রাকৃতিক পরিবেশ, জনসংখ্যার আধিক্য ও দারিদ্রের প্রকোপে দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ক্রমবর্ধমান ভূমিকম্পের ঝুঁকি, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি ও জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি এ অঞ্চলের জনগোষ্ঠীকে আরো বিপদাপন্ন করে তুলেছে। বর্তমান সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য প্রাকৃতিক ও মনুষ্যসৃষ্ট দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বিদ্যমান ত্রাণ ও পুনর্বাসন নির্ভর পদ্ধতির পরিবর্তে একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার আওতায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে একটি আইনি কাঠামোর মধ্যে আনয়ণের লক্ষ্যে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছেঃ

(ক) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২

দুর্যোগের কার্যকর ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত এবং দুর্যোগের ঝুঁকি প্রশমনের লক্ষ্যে এর ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি, জাতীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, দুর্যোগ ঝুঁকিতে থাকা জনগোষ্ঠীর জীবন-সম্পদ, পরিবেশ ও মৌলিক অধিকার রক্ষার চাহিদা পূরণকল্পে যথাযথ আইনি কাঠামো দেয়ার জন্য সরকার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন-২০১২ প্রনয়ণ করেছে। বর্তমানে এই আইনের আলোকে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। একইসাথে এই আইনের আলোকে বিধি ও নীতি প্রনয়ণের কাজ চলমান রয়েছে।

(খ) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১১

উপকূলীয় এলাকায় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো বিভিন্ন সংস্থার মাধ্যমে নির্মিত হচ্ছে। দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রগুলো সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করা, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার উন্নয়নের জন্য নীতিমালার প্রয়োজনীয়তা দীর্ঘদিন যাবৎ অনুভূত হচ্ছিল। তাছাড়া বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ, বিধিবদ্ধ সংস্থা, বেসরকারি সংস্থা এবং উন্নয়ন সহযোগী দেশ ও সংস্থা কর্তৃক নির্মিতব্য ঘুর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রের স্থান নির্বাচন, নির্মাণ এবং ইতোমধ্যে নির্মিত আশ্রয়কেন্দ্রের বহুমূখী ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত

করাও জরুরি হয়ে পড়েছিল। এ সকল বিষয় বিবেচনার ভিত্তিতে নিয়ে মন্ত্রিসভার অনুমোদনক্রমে ''ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০১১'' প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমানে উক্ত নীতিমালার ইংরেজি অনুবাদ প্রনয়ণের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

(গ) জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা : ২০১০ - ২০১৫

জাপানের কোবে শহরে ২০০৫ সালে অনুষ্ঠিত দুর্যোগ ঝুকিঁহ্রাসে বিশ্ব সম্মেলনে গৃহিত '' হিউগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর এ্যাকশন '' এর অংগীকার বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বিগত পাঁচ বছরে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত দুর্যোগ মোকাবেলাসহ উন্নয়নের মূল ধারায় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনা: ২০১০-২০১৫ প্রণয়ন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর বই আকারে প্রকাশ করা হয়েছে।

(ঘ) দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী-২০১০

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য প্রতিপালনে যাতে তাদের নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা তৈরি করতে পারেন সে উদ্দেশ্যে ১৯৯৭ সালে দুর্যোগ বিষয়ক স্থায়ী আদেশাবলী প্রণীত হয়। উক্ত স্থায়ী আদেশাবলীতে নতুন দুর্যোগ এবং দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হালনাগাদ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সে লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুকি ব্যবস্থপনায় ভূমিকম্প, সুনামি ও অগ্নিকান্ডের মত আপদগুলো অন্তর্ভুক্ত করে Standing Orders on Disaster-2010 (Revised) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অনুমোদনের পর বই আকারে প্রকাশ ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে। এতে জাতীয় ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটিসমূহ এবং সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দুর্যোগের পূর্বে, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ উত্তর দায়িত্ব ও কর্তব্যে সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

২। টেকসই সামাজিক নিরাপত্তাঃ

সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর উল্লেখযোগ্য অংশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়ন করছে, যা সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দকৃত বাজেটের প্রায় ৩০%। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০০৮-০৯ অর্থ বছরে অতিদরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচির আওতায় ১২১০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.০০ লক্ষ জন উপকারভোগীর ১০০ দিনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা হয়েছিল। গত ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৭৭৭.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.২৫ লক্ষ জন, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৯৩৩.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭.৪০ লক্ষ, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ১০০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৬.৩১ লক্ষ এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১২০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭.৫৬ লক্ষ জন ও, জন উপকারভোগীর ৮০ দিনের কর্মসংস্থান হয়। চলতি অর্থ বছরে ১৪০০.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৭.৭৫ লক্ষ অতিদরিদ্রজনের কর্মসংস্থান করা হচ্ছে। তাছাড়া, হতদরিদ্র জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে দুঃস্থদের খাদ্য সহায়তামূলক ভিজিএফ কর্মসূচি সম্প্রসারিত করে ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ১১২.১১ লক্ষ পরিবারের অনুকূলে ৩৭৫.৩২ কোটি টাকার, ২০১০-১১ অর্থ বছরে ৫৪.৮৮ লক্ষ পরিবারের অনুকূলে ৩৮০.১৪ কোটি টাকার, ২০১১-১২ অর্থ বছরে ৭০.৬০ লক্ষ পরিবারের অনুকূলে ৯৮৩.৪১ কোটি টাকার এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে ১.২৬২৫ কোটি পরিবারের অনুকূলে ৮৮৩.৪১ কোটি টাকার এবং চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এ পর্যন্ত ১.০৮৩ কোটি পরিবারের অনকূলে ২,১০,২৯৩ মেঃ টন চাল বিতরণ করা হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকার ২০০৯-১০ অর্থ বছরে ৯টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসুচির মাধ্যমে ৩০৮৫.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৫৮,৫৮,০৩৬ জন এবং ১,১৬,৯৭,৬১৫ পরিবার উপকৃত হয়। ২০১০-১১ অর্থ বছরে একই কর্মসূচিতে ২৭১১.৩২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪৭,৯৮,০২৬ জন ও ৫৮,২৩,০৯৩টি পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা হয়। একইভাবে ২০১১-১২ অর্থ বছরে বর্ণিত কর্মসূচিতে ৩৮৭১.১১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩০,০৮,০০০ জন এবং ৭৩,৫৭,২০৬টি পরিবারকে এবং ২০১২-১৩ অর্থ বছরে উক্ত কর্মসূচিতে ৪৫৯৫.৩৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩৬,১৫,৩৮০ জন ও ১,২৮,১৬,৫৪৯ পরিবারকে এবং চলতি ২০১৩-১৪ অর্থ বছরের

৫৫৫৪.২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে ডিসেম্বর/১৩ পর্যন্ত ৩২,৮১,৮০৬ জন ও ১,০৭,৫৫,২০৪ পরিবারকে সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ে আনা হয়েছে। ২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর তথ্য চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

পাঁচ অর্থ-বছরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বাস্তবায়িত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

ক্রঃ নং	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ধরন	২০১৩-১৪		২০১২-১৩		২০১১-১২		২০১০-১১		২০০৯-১০	
		সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মেঃ টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মেঃ টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মেঃ টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ(টাকা/ মেঃ টন)	সুবিধাভোগী ব্যক্তি/ পরিবার/প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	পরিমাণ (টাকা/মেঃ টন)
১।	অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসুচি	৭,৭৫,৭৭৯ জন	১৪০০,০০ লক্ষ টাকা	৭,৬৫,৭১১ জন	১২০০,০০ লক্ষ টাকা	৬,৩১,০০০ জন	১০০০,০০ (লক্ষ টাকা)	৭,৪০,০০০ জন	৯৩,২৯৯.৯৯ (লক্ষ টাকা)	৬,২৫,০০০ জন	৭৭,৭৫৪.১২ (লক্ষ টাকা)
২।	গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি	৪৫,১৭৯জন	১১৮১,০৪ লক্ষ টাকা	১৮,৭৫,০০০ জন	১,১৯,৭৯৬.৫৫ (লক্ষ টাকা)	৭,৯৮,০০০ জন	১০৭৪,৪৪ (লক্ষ টাকা)	৯,৩৯,৭২৪ জন	৪৭,৮৬৯ (লক্ষ টাকা)	১৫,০৪,৬০৮ জন	৮৪,৯০১ (লক্ষ টাকা)
৩।	গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টিআর) কর্মসুচি	১৯,২১,৭৬৮ জন	১২৯১,৯৪ লক্ষ টাকা	১৮,৭৫,০০০ জন	১২৬০,২৪৭৪ (লক্ষ টাকা)	১০,১৭,০০০ জন	১০৭৪,৪৪ (লক্ষ টাকা)	২৭,৯২,৪০০ জন	৭৯,৪৮৭ (লক্ষ টাকা)	৩০,২৭,৪০২ জন	৮৩,৩৫৯ (লক্ষ টাকা)
৪।	ভিজিএফ	১,০০,৮৩,০০০ পরিবার	১৩২৬,৯০ লক্ষ টাকা	১,২৬,২৫৭,৮৮ পরিবার	৯৮৩,৪১ (লক্ষ টাকা)	৭০,৬০,০০০ পরিবার	৫৪০,০৮ (লক্ষ টাকা)	৫৪,৮৭,৫৭১ টি পরিবার	৩৮,০১৪ (লক্ষ টাকা)	১,১২,১১,০৪০ টি পরিবার	৩৭,৫৩১.৯৯ লক্ষ টাকা
৫।	জিআর (খাদ্যশস্য)	৬,৫৫,৮৫০ পরিবার	২৬৫,৩৮ লক্ষ টাকা	৩,৬২,০০০ পরিবার	১৯৯,৫৭ (লক্ষ টাকা)	২,৭৪,০০০ পরিবার	১৩,৮৯৪ (লক্ষ টাকা)	৩,২০,০০০ পরিবার	৮২৬১.১২ লক্ষ টাকা	৪,১৬,২০০ টি পরিবার	১০,৭৪৪.৬১ লক্ষ টাকা
৬।	কম্বল/শীতবস্ত্র	৫,৩১,২০০ জন	২০,০০ লক্ষ টাকা	১,৫০,৬৬৯ জন	১৩,৫০ (লক্ষ টাকা)	৫,৩৫,০০০ জন	১২০০ (লক্ষ টাকা)	১,৯৮,৯০০ জন	১,০০০ লক্ষ টাকা	১,৬২,৮৬৬ জন	৫০০ (লক্ষ টাকা)
৭।	গৃহ নির্মাণ মঞ্জুরী	৮,১৭৭ পরিবার	১৪,০০ লক্ষ টাকা	৩৫,০০০ পরিবার	৭,০১ (লক্ষ টাকা)	১৫,০০০ পরিবার	৩১১ (লক্ষ টাকা)	৮,০০০ পরিবার	৪০০.০০ লক্ষ টাকা	৬৩,০০০ পরিবার	১১,১০০ (লক্ষ টাকা
৮।	জিআর (নগদ অর্থ)	৭৮৮০জন	২০,০০ লক্ষ টাকা	৮৩,০০০ জন	৬৬,০১ (লক্ষ টাকা)	২৭,০০০ জন	৪১০ (লক্ষ টাকা)	১২,০০০ জন	৬০০.০৬ লক্ষ টাকা	১৩,১৬০ জন	৬৫৮ লক্ষ টাকা
৯।	টেউটিন	৮,১৭৭ পরিবার	৩৫,০০ লক্ষ টাকা	৯.৮৭৪ পরিবার	২৮০০ (লক্ষ টাকা)	৮,২০৬ পরিবার	২৪০০ (লক্ষ টাকা)	৭,৫২২ পরিবার	২২০০ লক্ষ টাকা	৭,৩৭৫ পরিবার	২০০০ লক্ষ টাকা
মোট	**মোট ৯টি কর্মসূচি**	**৩২,৮১৮,০৬ ১,০৭৫,৫,২০৪ পরিবার**	**৫৫৫৪,২৬ (লক্ষ টাকা)**	**৪৭,৪৯,৩৮৩ জন ১,৩০,৩২,২৮২ পরিবার**	**৪৯,৫৫,৭১.২৯ (লক্ষ টাকা)**	**৩০,০৮,০০০ জন ৭৩,৫৭,২০৬ পরিবার**	**৩৮৭১,১১ (লক্ষ টাকা)**	**৪৭,৯৮,০২৬ জন ৫৮,২৩,০৯৩ টি পরিবার**	**২৭১১৩১.৫৩ লক্ষ টাকা ১,৪৭,৩০০.৯২ মেঃ টন**	**৫৮,৫৮,০৩৬ জন ১,১৬,৯৭,৬১৫ টি পরিবার**	**৩০৮৫৪৮.৬০ লক্ষ টাকা ১,৮৭,০০২.৭০ মেঃ টন**

সরকারের এসব কর্মসুচির ফলে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে এবং আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। ফলে বিগত পাঁচ বছর যাবৎ উত্তরাঞ্চলে কোন খাদ্যাভাব বা মঙ্গার প্রতিধ্বনি শোনা যায়নি। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর Household Income & Expenditure Survey অনুযায়ী শ্রমজীবি মানুষের প্রকৃত মজুরি চালের মানদন্ডে ১৯৯১-৯২ সালে ৩.২৫ কেজি থেকে ২০০৬ সালে ৪.৫ কেজি, ২০১০ সালে তা বেড়ে ৮.০০ কেজিতে উন্নীত হয়। সাম্প্রতিক সময়ে শ্রমজীবি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা দ্বিগুন বৃদ্ধি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে গ্রামমুখী করায় সার্বিকভাবে জনগণের আয় বেড়েছে, গ্রামীণ অর্থনীতি হয়েছে বেগবান ও শক্তিশালী।

৩। কর্মসংস্থানঃ

সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার ও রূপকল্প-২০২১ এ অন্যতম লক্ষ্য বাংলাদেশের প্রতিটি পরিবারের অন্তত একজনের কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। একইসংগে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দরিদ্র জনগণের দারিদ্র দূরীকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ প্রেক্ষাপটে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণসহ কর্মসংস্থান সৃষ্টির অব্যাহত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। নিম্নে প্রাতিষ্ঠানিক রাজস্ব ও উন্নয়ন খাতে এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের তথ্য উপস্থাপন করা হলোঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন অধিদপ্তর/সংস্থায় বিগত পাঁচ অর্থ-বছরে (২০০৯-১০ হতে ২০১৩-১৪ কর্মসংস্থান সংক্রান্ত চিত্র নিম্নবর্ণিত ছকে উপস্থাপন করা হ'লঃ

ক্রঃ নং	বিভাগ/ অধিদপ্তর/সংস্থা	খাত	১ম শ্রেণী	২য় শ্রেণী	৩য় শ্রেণী	৪র্থ শ্রেণী	মোট	মন্তব্য
১	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর	রাজস্ব	-	২১২	৯৪	৩২	৩৩৮	
		উন্নয়ন	৩	৪	১৪	-	২১	
৩	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়	রাজস্ব	-	-	-	১০	-	
		উন্নয়ন		৩৩৪	৫	৩	৩৪৩	২য় শ্রেণীর ৩৩৪ জন ১০ম গ্রেডভুক্ত (কনসলিডেটেড পে)
	সর্বমোট		**৩**	**৫৫০**	**১১৩**	**৪৫**	**৭০২**	

<u>গ্রামীণ কর্মসংস্থান</u>

গ্রামীণ দারিদ্র দূরীকরণে এ মন্ত্রণালয় অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান ও কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচির মাধ্যমে সামাজিক নিরাপত্তার পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে। এতে অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টি করা হচ্ছে। বিগত পাঁচ বছরে এ সকল কর্মসূচির মাধ্যমে উত্তরের মঙ্গা দূরীভূত হয়েছে এবং এ দুটি কর্মসুচির মাধ্যমে ৮১ লক্ষ ০১ হাজার গ্রামীণ দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান হয়েছে।

ক্র নং	কর্মসূচি	কর্মসংস্থানকৃত জনবল (লক্ষ জনে)					মোট	মন্তব্য
		২০০৯-১০	**২০১০-১১**	**২০১১-১২**	**২০১২-১৩**	**২০১৩-১৪**	**লক্ষ জন**	
১।	অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি	৬.২৫	৭.৪০	৬.৩১	৭.৬৫	৭.৭৫	৩৫.৩৬	বছরে প্রত্যেকের ৮০ দিনের কর্মসংস্থান
২।	কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি	১৫.০৭	৭.৯৮	১০.৪৭	১১.৬৮	০.৪৫	৪৫.৬৫	বছরে প্রত্যেকের এক মাসের কর্মসংস্থান
	সর্বমোট	**২১.৩৪**	**১৫.৩৮**	**১৬.৭৮**	**১৯.৩৩**	**৮.২০**	**৮১.০১**	

৪। **দুর্যোগ প্রস্তুতি (Structural/Nonstructural)**

ক) নন-ষ্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতিঃ

(১) পরিকল্পনা প্রণয়নঃদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করার লক্ষ্যে 'National Plan for Disaster Management (2010-2015)' প্রণয়ন করা হয়েছে। এ পরিকল্পনায় ৭টি কৌশলগত লক্ষ্যের (Strategic Goal) আওতায় ২৮টি Key Target নির্ধারণ করা হয়েছে। "জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি নিরুপণ ও স্থানীয় পর্যায়ে ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নের ব্যবহারিক গাইড" তৈরি করে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণমূলক অনুশীলনের মাধ্যমে আপদ, সমস্যাবলী, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি, ঝুঁকিহ্রাসের সাম্ভব্য উপায়সমূহ বাস্তবায়নে কার্যকর সমন্বিত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সম্ভাব্য ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য Contingency Plan প্রস্তুত করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট ১০টি মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাকে Template তৈরি করে তাদের নিজ নিজ Contingency Plan প্রস্তুত করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

(২) জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্রঃ

যে কোন দুর্যোগে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়াদান এবং বিশেষতঃ আগাম সতর্ক সংকেত প্রচার সংশ্লিষ্ট দুর্যোগ সাড়াদান কেন্দ্রগুলো, যথা- বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর ও বন্যা পূর্বাভাস কেন্দ্র ইত্যাদি এর সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রক্ষা করার নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ে স্থাপিত কন্ট্রোল রুমকে পরিবর্তন করে 'জাতীয় দুর্যোগ সাড়াদান সমন্বয় কেন্দ্র' (NDRCC) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কেন্দ্রটিতে প্রয়োজনীয় ইকেলট্রনিক যন্ত্রপাতি ও টেলিফোন স্থাপন করে Video Workshop অনুষ্ঠানের উপযোগী করা হয়েছে। কেন্দ্রটি সপ্তাহে ৭ দিন ২৪ ঘন্টা খোলা রাখা হয় এবং প্রতিদিন 'দুর্যোগ সংক্রান্ত দৈনিক প্রতিবেদন' প্রকাশ করা হয়।

(৩) ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচিঃ

বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি কর্তৃক পরিচালিত Cyclone Preparedness Program (CPP) এর মাধ্যমে উপকূলীয় এলাকায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচিকে শক্তিশালী করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচির মাধ্যমে ৪৯৩৬৫ জন স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হয়েছে। গত ২৫ মে ২০০৯ সালে ঘূর্ণিঝড় 'আইলা' আঘাত হানার পর খুলনা–সাতক্ষীরা-বাগেরহাট জেলার ৫টি উপজেলায় CPPর কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এ কর্মসূচিতে স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়মিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। আবহাওয়া অফিস কর্তৃক ঘূর্ণিঝড়ের ৪নং সতর্ক সংকেত জারি করা হলে উপকূলীয় এলাকার জেলা/উপজেলা/ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমুহের সভা করে সকলকে সতর্ক রাখা হয়। ঘূর্ণিঝড় সতর্ক সংকেত ব্যাপক প্রচার করে জনগণকে সতর্ক করা হয়, যেন স্বল্প সময়ে তারা নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে পারে।

(৪) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় পেশাদারিত্ব সৃষ্টিঃ

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তৃতীয় শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা ক্যারিকুলামে দুর্যোগ বিষয়ক মডিউল অন্তর্ভুক্ত করে পাঠ্য পুস্তক তৈরি করা হয়েছে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে আগ্রহী শিক্ষার্থীদের জন্য সিডিএমপি'র সহায়তায় দুর্যোগ বিষয়ক কোর্স চালু করা হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ ইউনির্ভাসিটি অব প্রফেশনাল, ব্রাক বিশ্ববিদ্যালয়, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও কারিগরী বিশ্ববিদ্যালয় সহ ১৭টি উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে অনার্স/মাস্টার্স কোর্স চালু করা হয়েছে। তাছাড়া পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক প্রনয়নকৃত উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত ছকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

(৫) জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপনঃ

এ মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে প্রতি বছর ১৩ অক্টোবর তারিখ 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' উদযাপনের জন্য এবং মার্চ মাসের শেষ কর্মদিবসে 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উদযাপনের লক্ষ্যে এ দিবস দু'টিকে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের দিবস উদযাপন তালিকাতে যথাক্রমে খ ও গ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। প্রতি বছর সমগ্র দেশব্যাপী এ দিবস দু'টি উদযাপন করা হয়। এ দিবস উদযাপনের অংশ হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় হতে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় সারাদেশে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলোতে ভূমিকম্প ও ঘূর্ণিঝড় সহ সকল দুর্যোগ সম্পর্কে ছাত্র/ছাত্রীদের সচেতন করে তোলার জন্য লিফলেট এবং পোষ্টার বিতরণ করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জেলা ও উপজেলায় র‍্যালী, আলোচনা অনুষ্ঠান এবং জেলা ও উপজেলা সদরের নির্দিষ্ট স্কুলে ভূমিকম্পে আত্মরক্ষামূলক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মহড়া অনুষ্ঠিত হয়।

(৬) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র/ নেটওয়ার্ক (DMIC/ N)

এ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (CDMP-II) সহায়তায় জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্য কেন্দ্র (DMIC) স্থাপন করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে ৪১০টি উপজেলায় ও সকল জেলায় যথাক্রমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা এবং জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন অফিসের সাথে Network স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৭৫ টি উপজেলায় খুব শীঘ্রই কম্পিউটার সামগ্রী প্রেরণ ও নেটওয়ার্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

(খ) **ষ্ট্রাকচারাল দুর্যোগ প্রস্তুতি**

(১) ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণঃ

২০০৯ সালের তথ্য অনুযায়ী ২৮৫৩ টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মিত ছিল। যার মধ্যে ২৬২টি আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে সরকারী রাজস্ব তহবিল হতে ১০০ টি এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় প্রায় ১০০ টি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের কাজ হাতে নেয়া হয়। এছাড়া ৩৭৪টি আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত ও সংস্কারের কাজ হাতে নেয়া হয়েছে।

(২) বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রঃ

দেশের বন্যা প্রবণ এলাকায় বর্তমান সরকারের রাজস্ব তহবিলে ৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়। এর ফলে বন্যার সময় জানমালসহ ২২,২০০ জন মানুষ আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে এবং স্বাভাবিক সময়ে ১১,৮৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হবে। বর্তমানে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা ৯৯টি। আরও ১৭৪টি বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

(৩) **ঘূর্ণিঝড় সহনীয় ঘরবাড়ি ও ব্যারাক হাউজ নির্মাণঃ**

বর্তমান সরকারের আমলে উপকূলীয় এলাকায় জাপান সরকারের আর্থিক সহায়তায় ৭২৪টি ব্যারাক হাউজ নির্মাণ করে ৭২৪০টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ট্রাষ্ট ফান্ডের আওতায় ৬১৮৬টি ঘূর্ণিঝড় সহনীয় গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে এবং তা নির্বাচিত উপকারভোগীদের নিকট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে।

(৪) **ব্রীজ কালভার্ট নির্মাণঃ**

বর্তমান সরকারের বিগত পাঁচ বছরে গ্রামীণ রাস্তায় ৪৯০৭টি ছোট ছোট সেতু/কালভার্ট নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে বন্যার

পানি দ্রুত নিষ্কাশন করে জলাবদ্ধতার হাত রক্ষা পাওয়া সম্ভব হয়েছে। এতে গ্রামীণ কর্মসংস্থানের সৃষ্টি ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে।

(৫) **অভিযোজন কার্যক্রমঃ**

''কম্প্রিহেনসিভ ডিজাষ্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম-২'' প্রকল্পের মাধ্যমে আইলায় সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত দাকোপ উপজেলার দু'টি গ্রামকে দুর্যোগ সহনীয় গ্রামে রুপান্তরের মাধ্যমে ২০০টি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে নিজগ্রামে পুনর্বাসনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া সিডর ও আইলা এলাকার ক্ষতিগ্রস্থ ৫টি জেলার ১১ টি **ইউ**নিয়নে ৭৪৪ টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বতর্মানে আরও ৬২৪ টি কাঠামোগত ক্ষুদ্র প্রকল্প ফরিদপুর, রাজশাহী এবং কক্সবাজার জেলায় বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এ সংক্রান্ত অবকাঠামো উন্নয়নের ফলে উপকূলীয় এলাকার ৪৩৬২৬টি ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারকে দুর্যোগ উত্তর পুনর্বাসন সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হচ্ছে।

৫। ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধিঃ

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে দফায় দফায় মৃদু ভূকম্পন অনভূত হচ্ছে। এতে মানুষের মধ্যে প্রবল আতংক বিরাজ করছে। এ ব্যাপারে যেহেতু পূর্বাভাস দেয়া এখনও সম্ভব নয়, সেহেতু সরকার ভূমিকম্প মোকাবেলায় সরকার যে সকল ব্যবস্থা নিচ্ছে তা নিম্নরূপঃ

(ক) ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরিঃ ভৌগোলিক অবস্থান, ভূত্তাত্ত্বিক গঠনের জন্য দেশে ভূমিকম্প সংঘটিত হওয়ার আশংকা রয়েছে। সিলেট সীমান্তে সক্রিয় ডাউকি ফল্ট এর অবস্থান ও টাংগাইলের মধুপুর ফল্ট এর অবস্থান এবং উত্তরপূর্বে সীমান্ত সংলগ্ন ইন্ডিয়ান প্লেট ও ইউরেশিয়ান প্লেট এর সংযোগস্থল হওয়ায় বাংলাদেশ ভূমিকম্পের আশংকামুক্ত নয়। তথ্য ও উপাত্ত বিশ্লেষণ করে ইতোমধ্যেই ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশনের ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি করা হয়েছে এবং টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর ও রাজশাহীর ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(খ) Standing Orders on Disaster (SOD) **হালনাগাদকরণঃ** ভূমিকম্প থেকে আত্মরক্ষামূলক জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। Standing Orders on Disaster (SOD)-২০১০-এ ভূমিকম্পসহ অন্যান্য আপদে ঝুঁকিহ্রাসে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে তা হালনাগাদকরণ করা হয়েছে।

(গ) কন্টিনজেন্সী প্ল্যান তৈরিঃ ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ পরবর্তী অবস্থা থেকে দ্রুত উত্তরণের জন্য জাতীয় কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করা হয়েছে। দ্রুত সাড়া প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন ইত্যাদি ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (ডিডিএম), ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি (সিপিপি), ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট সিটি কর্পোরেশন এবং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ওয়াসা, টিএন্ডটি, তিতাস, বিদ্যুৎ, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি বিভিন্ন সংস্থার কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি করে তা Simulation exercise এর মাধ্যমে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

(ঘ) বাংলাদেশ জাতীয় বিল্ডিং কোড বাস্তবায়নঃ ভূমিকম্প সহনীয় ভবন নির্মাণের কারিগরী তথ্য সন্নিবেশিত করে Bangladesh National Building Code প্রণয়ন ও কার্যকর করার লক্ষ্যে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় কাজ করছে। SOD-র নির্দেশনা অনুযায়ী ভূমিকম্পের ঝুঁকি মোকাবিলার জন্য বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন অপরিহার্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় Building Code কার্যকর করতে বিভিন্ন কমিটির মাধ্যমে সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করছে। এ বিষয়টি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গত বছর সিলেট, চট্টগ্রাম, রংপুর ও ঢাকায় একটি করে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালাগুলোতে প্রাপ্ত

সুপারিশসমূহ সমন্বিত করে 'দেশব্যাপী বিল্ডিং কোড প্রয়োগের একটি পথ নির্দেশনা' শীর্ষক প্রতিবেদন তৈরি করে গৃহায়ন ও গনপূর্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।

(ঙ) কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবক তৈরিঃ বড় ধরণের কোন দুর্যোগ হলে তা সরকারের একার পক্ষে মোকাবিলা করা অত্যন্ত দুরুহ। তাই ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ও সিডিএমপি-র সহায়তায় দেশে ৬২,০০০ নগর স্বেচ্ছাসেবক-কে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এই স্বেচ্ছাসেবকদের উদ্ধারকার্য ও প্রাথমিক চিকিৎসায় অংশগ্রহণের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রায় ২২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। গত ০১/৭/২০১১ তারিখে এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে চট্টগ্রামে ভূমিধস ঘটলে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যক্রমে এসব প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবক অংশগ্রহণ করেছিল।

(চ) প্রশিক্ষণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিঃ নির্মাণ কাজে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কিত পোস্টার, লিফলেট ছাপিয়ে শহরগুলোতে বিতরণ করা হচ্ছে। ২,১০০ নির্মাণ কর্মীকে ভূমিকম্প সহণীয় টেকসই বিল্ডিং তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ৪৫০ জন নির্মাণ কর্মিকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। ভূমিকম্পজনিত জনসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে প্রায় ২০০ জন ইমামকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে এবং এ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে। গত বছর ১৩ অক্টোবর উদযাপিত 'আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস' এবং এ বছর ২৮ মার্চ উদযাপিত 'জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস' উপলক্ষ্যে দেশব্যাপী সকল স্কুলে ভূমিকম্প সচেতনতামূলক মহড়া করার নির্দেশনা দেয়া হয়। জেলা ও উপজেলা সদরে অবস্থিত সকল স্কুলে এ ধরণের মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া উক্ত মহড়াকে প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার জন্য স্কুল কারিকুলামে মহড়ার নির্দেশনা সংযুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। ছেলে-মেয়েদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তৃতীয় শ্রেণী হতে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচিতে দুর্যোগ বিষয়ক পাঠ্য অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। ভূমিকম্পের ঝুঁকিহ্রাসের জন্য সরকারি ও বেসরকারি প্রচার মাধ্যমে সচেতনতামূলক কর্মকান্ড গ্রহণ করা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট /প্রতিষ্ঠানে ভূমিকম্পসহ দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয়ে ২ ঘন্টার প্রশিক্ষণসূচি অন্তর্ভুক্ত করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নগরবাসীর সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ভূমিকম্পের আগে, ভূমিকম্প চলাকালীন এবং ভূমিকম্প পরবর্তী সময়ে করনীয় শীর্ষক ১০,০০,০০০ লিফলেট এবং ১,০০,০০০ পোষ্টার ছাপিয়ে বিতরণ করা হয়েছে।

(ছ) ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রম পরিচালনায় যন্ত্রপাতি ক্রয়ঃ ''Procurement of Equipment for Search & Rescue Operation on Earthquake and Other Disasters'' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ভূমিকম্পসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে উদ্ধার কার্যক্রমে ব্যবহারের জন্য যন্ত্রপাতিসমূহ ক্রয়ের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি (সিডিএমপি) ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর যৌথভাবে ভূমিকম্প উত্তর উদ্ধার কার্য পরিচালনার জন্য প্রায় ৬৯ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করেছে। এই সব যন্ত্রপাতি দ্বারা এমনকি পুরনো ঢাকার অলিগলিতে ভূমিকম্পজনিত দুর্যোগ ঝুঁকি মোকাবেলায় কাজ করা সহজ হবে। পরবর্তীতে আরো ২০ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয় করে বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স-কে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজের জন্য এবং কিছু যন্ত্রপাতি ভূমিকম্প গবেষনা ও তথ্য সংগ্রহ সংক্রান্ত বিধায় তা আবহাওয়া অধিদপ্তর, ভূতত্ত্ব জরিপ অধিদপ্তর ও BUET-কে দেয়া হয়েছে। এটি চলমান প্রক্রিয়া। সরকার প্রতি অর্থ বৎসরে দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প/পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ১৬৪ কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কার্যের জন্য প্রস্তাবিত বর্তমান ১৬৪ কোটি টাকার প্রকল্পে কমিউনিটি স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে ৬ হাজার জনকে যন্ত্রপাতি সরবরাহ দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছে।

(জ) দেশে ভূমিকম্পসহ যে কোন দুর্যোগ মোকাবেলা, অনুসন্ধান ও উদ্ধার এবং পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য

সরকারের সমন্বিত কর্মপরিকল্পনা ও সমন্বয় অপরিহার্য। বাংলাদেশের জনসংখ্যার অতিমাত্রায় ঘনত্ব, শহরে জনসংখ্যার চাপ, ভৌগোলিক অবস্থান ও বাস্তবতা ইত্যাদি বিবেচনায় যে কোন ধরণের ভবিষ্যৎ দুর্যোগ মোকাবেলায় জান ও মালের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার লক্ষ্যে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের সাথে জড়িত সকল সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগের প্রয়োজন। ঐতিহাসিকভাবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রথম সাড়াদান কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসছে। এই প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ভূমিকম্প দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সেনাবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনী ঢাকা শহরকে ১০ টি সেক্টরে বিভক্ত করে "Earthquake Contingency Plan" এর খসড়া প্রস্তুত করেছে।

৬। **ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহারঃ**

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে এ মন্ত্রণালয়ের সিটিজেন চার্টারের অন্তর্ভুক্ত নাগরিক সেবাগুলো দ্রুত জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছানোর জন্য গৃহিত উদ্যোগ সমুহ নিচে দেয়া হলো:

- দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে এমন জনগোষ্ঠীকে সতর্ক করার জন্য মোবাইল ফোন ভিত্তিক ৩(তিন) ধরনের প্রযুক্তি যথা: CBS, SMS ও IVR নির্ভর দুর্যোগ সতর্কীকরণ পদ্ধতি প্রচলন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে:
  - IVR: মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের আগাম বার্তা জনগণের চাহিদা মোতাবেক অবহিতকরনের জন্য Interactive Voice Response (IVR) নামক উদ্যোগটি গ্রহন করা হয়েছে। এখন যে কেউ সিটিসেল ব্যতীত যে কোনে মোবাইল অপারেটরে ১০৯৪১ ডায়াল করে আবহাওয়ার সর্বশেষ তথ্য জানতে পারবেন।
  - CBS: নির্দিষ্ট এলাকার জনগনের নিকট দুর্যোগের সতর্কবার্তা দ্রুত পৌঁছানোর জন্য মোবাইল ফোনের Cell Broadcasting (CB) প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। ঘূর্ণিঝড় প্রবণ কক্সবাজার এবং বন্যা প্রবণ সিরাজগঞ্জ জেলায় মোবাইল ফোনের CB প্রযুক্তি ব্যবহার করে দুর্যোগের আগামবার্তা প্রেরণের পাইলট অপারেশন শুরু করা হয়েছে, ক্রমান্বয়ে সারাদেশে এ ব্যবস্থা চালু করা হবে।
  - SMS Alert: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার কাজে নিয়োজিত নির্দিষ্ট ব্যক্তির নিকট দুর্যোগের আগাম সর্তক বার্তা পৌঁছানোর জন্য SMS Alter ব্যবহারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে । ইতিমধ্যে ৫৪টি জেলা এবং সংশ্লিষ্ট উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সদস্য সচিবদের মোবাইল নম্বর সংগ্রহ করে ডাটাবেইজ তৈরী করা হয়েছে।
- Social Protection Management Information System (SPMIS): সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনী কর্মসূচীর সুষ্ঠু তদারকী ও নীতি নির্ধারনে সহায়তার জন্য বিভিন্ন খাতে বরাদ্দ/বিতরণ কার্যক্রমের বিস্তারিত তথ্যাদি ডাটাবেইজ এ সংরক্ষন করার জন্য ওয়েবসাইট ভিত্তিক SPMIS প্রবর্তন করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জেলা ভিত্তিক কার্যক্রম ওয়েব পোর্টালে প্রকাশ করা হচ্ছে এবং এ পোর্টালটির লিংক ইউনিয়ন তথ্য সেবা কেন্দ্রের পোর্টালের সাথে যুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহন করা হয়েছে।

- Microzonation Map: আইসিটি নির্ভর Microzonation Map ভুমিকম্পের ঝুকি মুক্ত নগরায়নের কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যা শহরের ভৌত পরিকল্পনা, উপযুক্ত ভূমি ব্যবহার, নতুন নগরায়নের উপযুক্ত স্থান চিহ্নিতকরণ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, বিল্ডিং কোড হালনাগাদকরণ, পুরানো অবকাঠামো মেরামত/পূন: নির্মাণ/রেট্রোফিটিং কাজে ব্যবহার করা হয়। ভূমিকম্প জনিত বিপদাপন্ন এবং ঝুঁকি বিবেচনা করে দেশের ৩ (তিন) বড় শহর যথা: ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট Microzonation Map তৈরী করা হয়েছে। দেশের ঝুকিপূর্ণ আরো ৬(ছয়)টি শহর যথা: টাংগাইল, ময়মনসিংহ, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর এবং রাজশাহীর Microzonation Map তৈরীর কাজ ২০১৪ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে।

- Cyclone Shelter Database: উপকূলীয় অঞ্চলে নির্মিত ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্যাদি ওয়েবসাইট ভিত্তিক ডাটাবেইজে সংরক্ষন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটিতে আশ্রয়কেন্দ্রগুলির কাঠামোগত এবং আনুষাঙ্গিক তথ্য যেমন: ভৌগলিক অবস্থান (অক্ষাংশ/দ্রাঘিমাংশ), ব্যবহার উপযোগিতা, ধারনক্ষমতা, ইত্যাদি সংরক্ষন করা হয়েছে। এ ডাটাবেইজটির তথ্য ব্যবহার করে নতুন ঘূর্নিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মানের সঠিক স্থান নির্ধারণ করা, ঘূর্ণিঝড়ের সময় লোকজনকে আশ্রয়কেন্দ্রে আনার জন্য উপযুক্ত পথ নির্ধারন করা এবং আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থাপনা ও মেরামতের প্রয়োজনীয়তা নিরুপণ করা যাবে।

- Inundation Map/Risk Map for Storm Surge: বাংলাদেশের দক্ষিন উপকূলীয় অঞ্চল প্রায় প্রতি বছর ঘূর্নিঝড় জনিত জলোচ্ছাসে প্লাবিত হয়, ফলে জীবন-জীবিকা এবং অবকাঠামোর ব্যপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য দেশের দক্ষিন উপকূলীয় অঞ্চলের জলোচ্ছাস জনিত বন্যার স্থান ভিত্তিক গভীরতার তথ্য নির্ভর Inundation Map/Risk Map for Storm Surge তৈরী করা হয়েছে, এ মানচিত্র হতে এ সকল এলাকার ঘর বাড়ীর ভিটা কতটুকু উঁচু করতে হবে, আশ্রয়কেন্দ্র, রাস্তা বা অন্যান্য অবকাঠামো কতটুকু উঁচু তে করতে হবে, তার ধারনা পাওয়া যাবে।

৭। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতাঃ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিকতর দক্ষতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে অন্যান্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি সম্পাদন ও এর আলোকে গৃহীত কার্যক্রম দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় সমন্বয় সাধন করছে। এর আলোকে এ মন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কারিগরি ও আঞ্চলিক সহায়তাদানকারী বেশ কয়েকটি দেশ এবং আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে বিভিন্ন চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সম্পাদন করেছে এবং করছে। গত নভেম্বর, ২০১১ মাসে সরকার সার্কভূক্ত দেশসমূহের সাথে SAARC Agreement on Rapid Response to Natural Disasters-শীর্ষক একটি চুক্তি সম্পাদন করেছে। এই চুক্তির আওতায় সার্কভূক্ত দেশসমূহ দুর্যোগে জরুরি সাড়াদানে দ্রুত এগিয়ে আসতে পারবে। SAARC Disaster Management Centre (SDMC) এর গভর্নিং বোর্ডের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর কার্যক্রমে বিভিন্ন Roadmap তৈরিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখছে।

SDMC'র সহায়তায় Earth Observation Satellite for Disaster Risk Reduction in South Asia, Digital Vulnerablity in Asia, South Asia Disaster Knowledge Network (SADKN), Seismic Hazard Assessment, Implementation of Roadmap on landslide Risk Masnagement in South Aisa, Implementation of Risk Management on Urban

Risk Management, Implementation on Roadmap on drought Risk Managment প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। Asian Disaster Reduction Center (ADRC) এর চাঁদা দাতা সক্রিয় সদস্য হিসেবে এর সহিত বিভিন্ন গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছে। United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR) এর সক্রিয় সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ এর সভাসমূহে যোগদান করে আসছে। UNISDR-এর উদ্যোগে "Revealing Risk, Redifining Development" শীর্ষক Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction-2011 প্রকাশিত হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ এর অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। Asian Ministerial Conference on Disaster Reduction (AMCDRR) এর মন্ত্রী পর্যায়ের সভাতে বাংলাদেশ অংশগ্রহণ করে আসছে।

এছাড়াও United Nations Platform for Space-based Information for Disaster Management on Emergency Response (UNSPIDER) বাংলাদেশে এর Technical Advisory Mission পাঠিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। সেমতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ব্যবহার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিষয়টির ওপর সম্প্রতি SPARRSO-তে চীন ভিত্তিক APSCO এর সহায়তায় একটি আন্তর্জাতিক ট্রেনিং সম্পন্ন হয়েছে। সরকার ADPC'র সহিত Program for Enhancement of Emergency Response (PEER) সংক্রান্ত সমঝোতা স্মারক সম্পাদনের মাধ্যমে ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ মোকাবেলায় ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স এবং হাসপাতাল ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম শুরু করেছে। DHL-এর সহযোগিতায় দুর্যোগ পরবর্তী বিমান বন্দর প্রস্তুত রাখার বিষয়ে ঢাকা ও চট্টগ্রামে Get your Airport Ready for Disaster বিষয়ে ইতোমধ্যে একটি ট্রেনিং ও ওয়ার্কসপ সম্পন্ন হয়েছে।

টেকসই সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী নির্মানের লক্ষ্যে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি যথাঃ ভিজিএফ, কাবিখা, টিআর ও অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান কর্মসূচি দেশের দরিদ্র অঞ্চল বিশেষ করে উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ জেলাসমূহ ও মঙ্গা কবলিত বৃহত্তর রংপুরকে প্রাধান্য দিয়ে সারাদেশে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে পর পর পাঁচটি অর্থ বছরে দেশের দারিদ্রপ্রবণ এলাকায় বিপুল সংখ্যক কর্মহীন মানুষের জন্য কর্মসৃজন হয়। বিগত পাঁচ বছরে গ্রামীণ অতিদরিদ্র ৮১ লক্ষ ০১ হাজার কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ অতি দরিদ্র বেকার জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি, গ্রামীণ অবকাঠামো ও যোগাযোগ উন্নয়ন, যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিবেশ উন্নয়ন এবং সম্পদ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ১৯৭০ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপকূলীয় এলাকায় ৩ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছিল। সেখানে ২০০৯ সালের প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় আইলায় ১০৯ জনের প্রাণহানি ঘটে। সরকারের দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম সম্প্রসারণের ফলে উপকূলীয় এলাকায় এ মৃত্যুহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। রূপকল্প-২০২১-এ জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থানের নানা উদ্ভাবনী কর্মসূচির মাধ্যমে দারিদ্র হ্রাসকরণ এবং দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য বর্তমান সরকার যে অঙ্গীকার করেছে তা এ মন্ত্রণালয় কর্তৃক সফলভাবে বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে।